

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী সমূহ



সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ই-রিকুইজেশন সফটওয়্যার-----	২-৫
২. জেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এর অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত মনিটরিংকরণ -----	৬-৭
৩. অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধারকারী রোবট -----	৮-১১
৪. ঘরে বসে ইউপি সেবা / হাতের মুঠোয় ইউপি সেবা -----	১২-১৪
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়েব বেইজ পার্সোনাল ডেটাসীট(পিডিএস) প্রস্তুতকরণ -----	১৫-১৬
৬. Connect DoICT Mobile App -----	১৭-১৯
৭. কাঁচাবাজার মোবাইল এপ্লিকেশন -----	২০-২২

১. ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ই-রিকুইজেশন সফটওয়্যার

পটভূমি

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসিটিকে চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। “ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট এবং ই-রিকুইজেশন”-এর ধারণাটি বর্তমান সময়ের নিরিখে একটি বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত প্রকল্প, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হবে। অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগটি গ্রহণকালে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মতামত নিয়ে একটি ডেমো সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয় এবং অবশেষে ২০১৭ সালের শেষের দিকে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এর আওতায় আনা হয়।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় অধিদপ্তরের স্টোর ব্যবস্থাপনা করা খুবই জটিল ও সময় সময়সাপেক্ষ ছিল। স্টোর এ কতগুলো আইটেমের প্রোডাক্ট আছে, প্রত্যেক আইটেম কত সংখ্যক মজুত আছে, কে কোন আইটেম নিতে পারবে, যেকোন একাধিক আইটেম প্রয়োজনের অধিক নিয়েছে কিনা, কাকে কখন কোন আইটেম দিতে হবে তা জানা কঠিন কাজ। বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন বিভিন্ন অফিসিয়াল দ্রব্যের চাহিদা, দ্রব্যের সঠিক অবস্থান এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই কঠিন ছিল।

উপরিষ্কারিত সমস্যাগুলো সমাধান এবং অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ম্যানুয়াল স্টোর কে অনলাইনের আওতায় আনা, অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদান, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাকে সহজিকরণ এবং উৎসাহিত করা, অধিদপ্তরের ক্রয়কৃত মালামালসমূহের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আইসিটির সফল ব্যবহার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ই-রিকুইজেশন সফটওয়্যারটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পরিবর্তনের শুরু কথা

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত ৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক জনবল এবং বিস্তৃত পরিসরের কাজের ব্যস্তির সাথে সঙ্গতি রেখে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট এর কারণে কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ই-রিকুইজেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পরে। বিভিন্ন কেনাকাটা হতে শুরু করে, এর সঠিক ম্যানেজমেন্ট, দ্রুততার সাথে সার্ভিস প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়াও সরকারী বিভিন্ন কেনাকাটা প্রাপ্যতা অনুযায়ী সম্পন্ন, সঠিক ব্যবহার, ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুণে হ্রাস পাওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় একটি দপ্তরে স্টোর ব্যবস্থাপনা করা জটিল ও খুবই সময়সাপেক্ষ। স্টোর এ কতগুলো আইটেমের প্রোডাক্ট আছে, প্রত্যেক আইটেম কত

সংখ্যক মজুত আছে, কে কোন আইটেম নিতে পারবে, যেকোন একাধিক আইটেম প্রয়োজনের অধিক নিয়েছে কিনা, কাকে কখন কোন আইটেম দিতে হবে তা জানা কঠিন কাজ ছিল। এছাড়াও বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন বিভিন্ন অফিসিয়াল দ্রব্যের চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা জটিল ও সময় সাপেক্ষ ছিল।

রিকিউজিশন সেবা সহজিকরণ এর ফলে অনলাইনে দৈনন্দিন দ্রব্যের চাহিদার বিষয়টি জানানো যাচ্ছে ফলে কাজের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বেড়েছে। চাহিত দ্রব্যটি স্টোরে রয়েছে কিনা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানা যাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অনলাইনে অনুমোদন করতে পারছে, ফলে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা কমে সময় কম লাগছে। অনুমোদিত চাহিদা পত্র স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার/ কর্মচারী বরাবর প্রেরিত হয়। সে অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হয় ফলে কাজের ধাপ কমেছে। স্টোর ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ ও অনলাইনে আনয়নের কারণে সার্বিক স্টোর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা এসেছে।

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিবরণ	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
চাহিদা পত্র প্রেরণ	হার্ডকপি	অনলাইন
স্টোরের বিভিন্ন মালামাল এর অবস্থার তথ্য	ম্যানুয়াল	অনলাইন
কর্তৃদায়ের স্টোরে আগমন	প্রতিবার আসার প্রয়োজন হতো	আসার প্রয়োজন নেই
বিভিন্ন দ্রব্যাদির সঠিক ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবহার নিশ্চিত	সঠিক ব্যবহার এবং মনিটরিং কঠিন ছিল	সঠিক ব্যবহার এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে
পেপারলেস অফিস এবং অনলাইনের ব্যবহার	সম্ভব ছিল না	সম্ভব হচ্ছে
রেসপন্স সময়সীমা	কমপক্ষে ০৩ দিন	০১ দিনের কম
জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা	জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করা কঠিন ছিল	জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা আনয়ন এবং নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ২য় ফেজের মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯২ উপজেলার অফিসসমূহকে **Inventory system** এর আওতায় আনা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নিজস্ব সার্ভারে হোস্টিং এর ব্যবস্থা করা।
- নতুন অ্যাক্সেস চ্যানেল চালুকরণঃ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান।
- সাপ্লাইয়ার এবং অধিদপ্তরের স্টোর ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যে সেতুবন্ধন করা

- এসএমএস/অ্যাপ নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাসেজ জানানো।
- রিপোর্টিং মডিউলকে আধুনিকীকরণ।
- অধিদপ্তরের গাড়ির বিভিন্ন তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অনলাইনের মাধ্যমে ই-রিকুইজিশন সিস্টেম চালু।
- ইন্টারনেট অফ থিংস এবং বিগ ডাটা প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদান।
- জিআইএস ম্যাপের মাধ্যমে ফিল্ড অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি নজরদারি করা।
- এই সফটওয়্যার এর উপর অনলাইন সাপোর্ট সার্ভিস সেবা চালুকরণ।

প্রত্যাশিত ফলাফল (ICV)


	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
(১) ধাপ	০৭	০৩
(২) কাগজপত্র/রেজিস্টার	০৪	০১ (অনেকক্ষেত্রে শূন্য)
(৩) সময়	কমপক্ষে ০২-০৪ দিন	সর্বোচ্চ ১ দিনের মধ্যে
(৪) যাতায়াত/ যোগাযোগ	০২-০৩ বার	শূন্য
(৫) খরচ	২০-৩০/-	অনলাইন

ই-রিকুইজিশন ও ই-স্টোর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ে স্থির চিত্র





উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী	ছবি (বাস্তবায়নকারী টিমের গ্রুপ ছবি)
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	
মোঃ দিদারুল কাদির নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	
মোঃ শরীফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	
সৈয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশতিয়াক আহমেদ, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর	
আয়শা সিদ্দিকা সহকারী প্রোগ্রামার	
জনাব মিথুন হোসেন স্টোর কিপার	

গ্রুপ ছবি

২. জেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এর অনলাইন ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত মনিটরিংকরণ

পটভূমি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, বিভিন্ন ওয়েব এপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার এবং তাছাড়াও নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এ সকল সেবা প্রদানের বিবরণ এবং তথ্য যথাযথভাবে ইলেকট্রনিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তা পরবর্তীতে পরিকল্পনা গ্রহণ, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং এ সমস্যা হচ্ছে।

আইসিটি শিক্ষার প্রসারে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাভ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাভসমূহে নিয়মিত কার্যাবলী মনিটরিং এর জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম না থাকায় তথ্যসমূহ ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সময় ব্যয় হচ্ছে অনেক বেশি।

পরিবর্তনের শুরুর কথা

নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকবে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ সংরক্ষিত হবে। এতে করে একটা ডাটাবেইজ তৈরি হবে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা সমাধানে তেমন জটিলতা হবে না। এতে সরকারি সেবা প্রদানে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারে আগ্রহ পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া ডাটাবেইজ থেকে ইতোমধ্যে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে নিয়ে সহজেই তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা যাবে যাতে করে জেলা হতে প্রতিদিন কয় জন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাভে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে একটি ইউজার ন্যাম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিস্টেমে আপলোড করবেন এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা যাবে।

বাস্তবায়নের সময় জুলাই / ২০১৯ হতে জুন / ২০২০ পর্যন্ত এবং পাইলটের স্থান রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ

টেলিফোনিক এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সেবাটি প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যথাসময়ে সেবা প্রদান করা হলেও তার কোন রেকর্ড থাকে না। যার ফলশ্রুতিতে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিতেও প্রভাব পড়ছে।

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

অনলাইন প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে সেবাটি প্রদান করা হলে ডাটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে।

ফলাফল

- উপকারভোগীর সামাজিক অবস্থা এবং সংখ্যা: সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আনুমানিক ৩৫০টি দপ্তর
- টিসিভি: সময়, অর্থ ও যাতায়াত অনেকাংশে কমবে।
- অন্যান্য: সেবা প্রদানে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
বিপুল বণিক সহকারী প্রোগ্রামার
মংসুইউ পু মারমা কম্পিউটার অপারেটর
রিমন দে অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক
মোঃ দিদারুল আলম অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক

৩. অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধারকারী রোবট

পটভূমি

অনেক দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযানে মানুষ প্রেরণ ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী নিজেরাই হতাহত হয়েছেন। অনেক সময় উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধার কাজ পরিচালনায় সঠিক দিক নির্দেশনা পায় না। এতে মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

আমরা যদি মানুষের পাশাপাশি রোবট ব্যবহার করি তবে আমাদের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে এবং কর্মদক্ষতা বাড়বে। রোবট নিজে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে। এতে করে সময় অপচয় হবে না। বেচে যেতে পারে মূল্যবান জীবন। আবার তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনায় মানুষের পরিবর্তে রোবট ব্যবহার করতে পারি। এতে জটিল উদ্ধার কাজ সহজ হবে এবং মানুষের কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না। রোবট ক্লাস্তিহীন বলে এটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। পরিশেষে বলা যায় “ডিজিটাল” ফায়ার সার্ভিস গঠনে আমাদের রোবট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং উদ্ধার অভিজ্ঞানের ঝুঁকি হ্রাস করবে। এতে বেচে যাবে মূল্যবান সময় হ্রাস পাবে ক্ষয়ক্ষতি।

ফলাফল

- উপকরাভোগীর সামাজিক অবস্থা এবং সংখ্যা: দুর্ঘটনা কবলিত সাধারণ মানুষ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।
- টিসিভি: উদ্ধারকাজে সময় কম লাগবে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

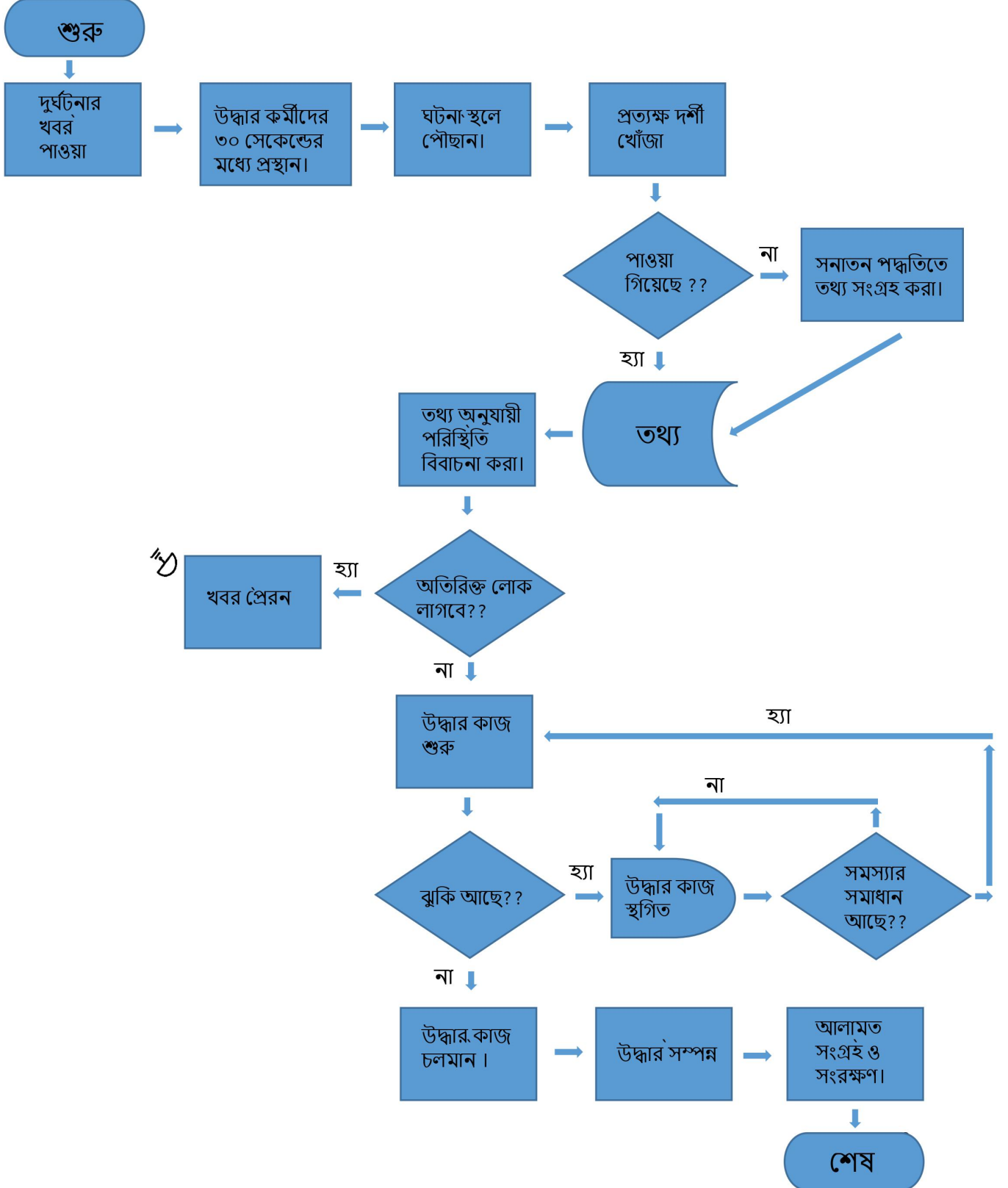
সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
সজীব চৌধুরী সহকারী প্রোগ্রামার মানিকগঞ্জ সদর
সৈকত মাহমুদ ছাত্র ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
ইমন চৌধুরী ছাত্র ড্যাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
জাহানগীর সারোয়ার খ্রুব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাগীব আমীন নিহাল ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ তাহমীদ আব্দুল্লাহ ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উৎস রায় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোসাক্বির আর রাফি ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কায়েস আল মাহমুদ ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তিহান মাহমুদ হোসেন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

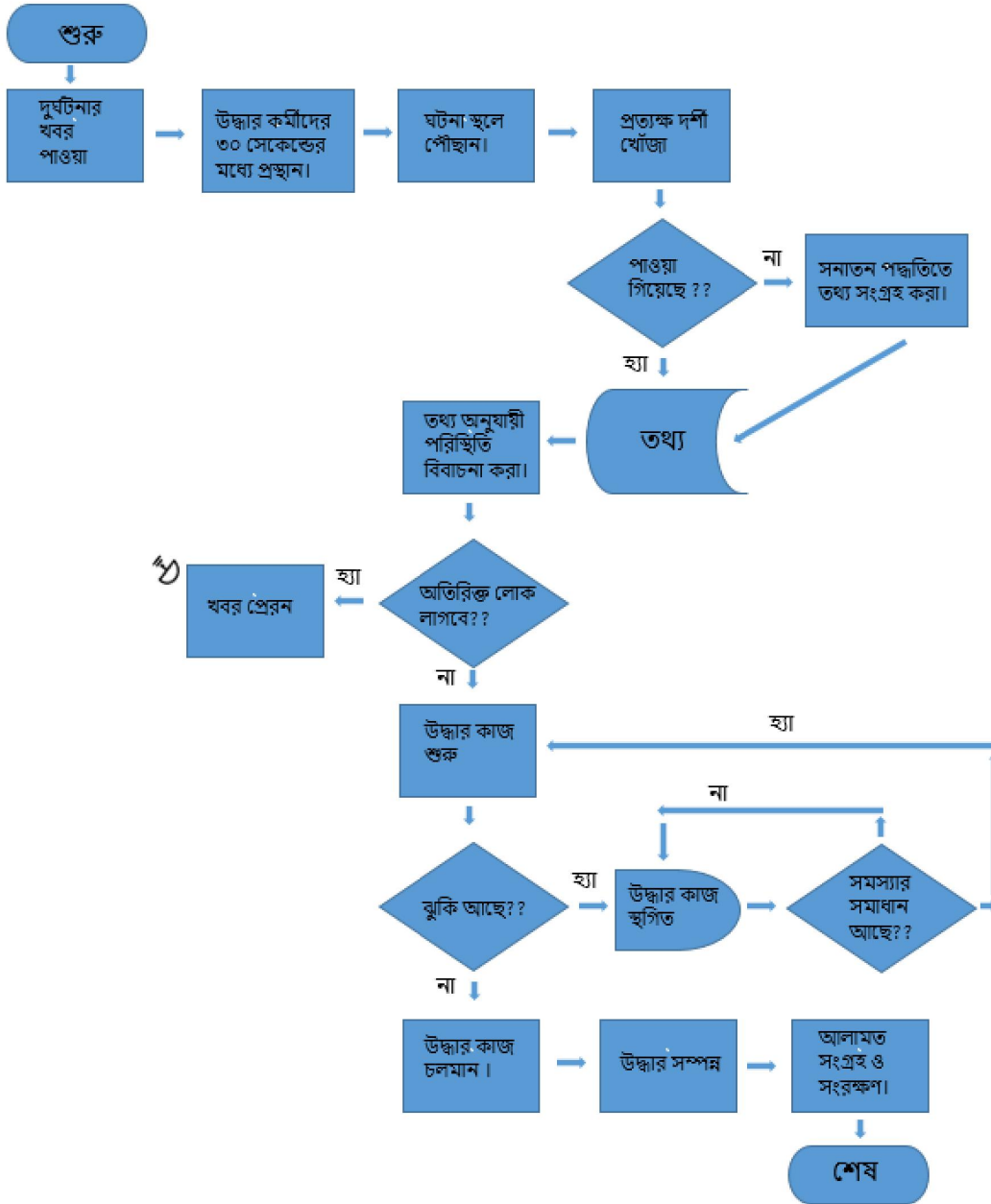
ব্যবহৃত সরঞ্জাম

“রোবট”	“স্কাই আই”	“ওয়াটার আই”
ক্যামেরা	ক্যামেরা	ক্যামেরা
থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা	ভিডিও ট্রান্সমিটার	ভিডিও ট্রান্সমিটার
ট্রান্সমিটার	রেডিও কন্ট্রোলার	কেবল (opt ২x)
রেডিও কন্ট্রোলার	সেন্সরস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	কন্ট্রোলার
সেন্সর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	মোটর ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ
মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	ব্যাটারি	বডি
বডি	কেসিং	সেন্সরস এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ
ব্যাটারি	মাদারবোর্ড	ব্যাটারি (Lipo)
হাইডোলিক পিস্টন	ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ
সলিনয়েড ভাল্ব		
রাজবেরি পাই (মাংকটেনার)		
অভারিন (মাংকন্ট্রোলার)		
ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ		

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ



প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ



৪. ঘরে বসে ইউপি সেবা / হাতের মুঠোয় ইউপি সেবা

পটভূমি

স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন, ১। নাগরিক সনদপত্র ২। বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ন পত্র ৩। চারিত্রিক সনদ পত্র ৪। বার্ষিক আয়ের সনদ পত্র ৫। ট্রেড লাইসেন্স ৬। ওয়ারেশ কায়েম সনদ পত্র ৭। অবিবাহিত সনদ পত্র এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সনদ ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করে থাকে। আয়তন ভেদে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন ১০-১২ কিলোমিটার হয়ে থাকে এবং ১৬-২০ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নিকটবর্তী যে গ্রাম গুলো রয়েছে সে সকল গ্রামের সেবাগ্রহীতাগণ খুব দূর সেবা পেয়ে থাকে। যে সকল গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের দূরে তাদের যে কোন সেবা পেতে ইউনিয়ন পরিষদে আসতে ২ থেকে ৩ ঘন্টা সময় লেগে যায় এবং সেবার আবেদন করার পরে দেখা যায় যে চেয়ারম্যান সাহেব রাজনৈতিক কারণে ও ইউপির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের কারণে ইউপির বাইরে অবস্থান করছেন, ফলে সেবাগ্রহীতাকে আবেদন করে চলে যেতে হয় এবং সনদের জন্য আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হয়। এভাবে একজন সেবাগ্রহীতাকে সেবা নিতে দুই থেকে তিন দিন আসতে হয় ফলে সময় এবং অর্থ দুইটাই অপচয় হয়ে থাকে। অনেকে আবার চাকুরী সূত্রে বিভিন্ন জেলাতে অবস্থান করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে ভোগান্তিটা বেশী হয়ে থাকে।

সমাধান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বর্তমানে তৃনমূল পর্যায়ে প্রতিটি গ্রামে ৯০% পরিবারে একটি করে হলেও স্মার্ট ফোন রয়েছে। সুতরাং একজন সেবাগ্রহীতা যাতে সহজে বিভিন্ন ধরনের সেবার আবেদন করতে পারে এজন্য একটা ওয়েব সাইট তৈরি ও একটি এ্যাপস তৈরি করা যেতে পারে। আবেদনকারী তথ্য প্রদানের পর, সে কিভাবে সেবাটি নিতে আগ্রহী তা উল্লেখ করে দিবে এবং একজন সেবাগ্রহীতা যাতে সহজে বাড়ীবেসে জানতে পারে যে, তার কাজ হয়ে গেছে এজন্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ভয়েস কল অথবা এস,এম,এস সিস্টেম থাকতে হবে। কাজ শেষ হওয়া এবং চেয়ারম্যান সাহেবের স্বাক্ষরের পরপর সেবাগ্রহীতার মোবাইলে একটি এস,এম,এস অথবা ভয়েস কল চলে যাবে। প্রতিটি সেবার জন্য ন্যূনতম একটি সার্ভিস ফি নির্ধারণ করে দিতে হবে।

সেবার আবেদন ছক:

১। নামঃ

২। পিতার নামঃ

৩। মাতার নামঃ

৪। মোবাইল নং

৫। গ্রামঃ

৬। জন্ম সনদ / জাতীয় পরিচয় পত্রের ছবি সংযুক্ত করুন।

৭। সেবাগ্রহীতার ছবি সংযুক্ত করুন।

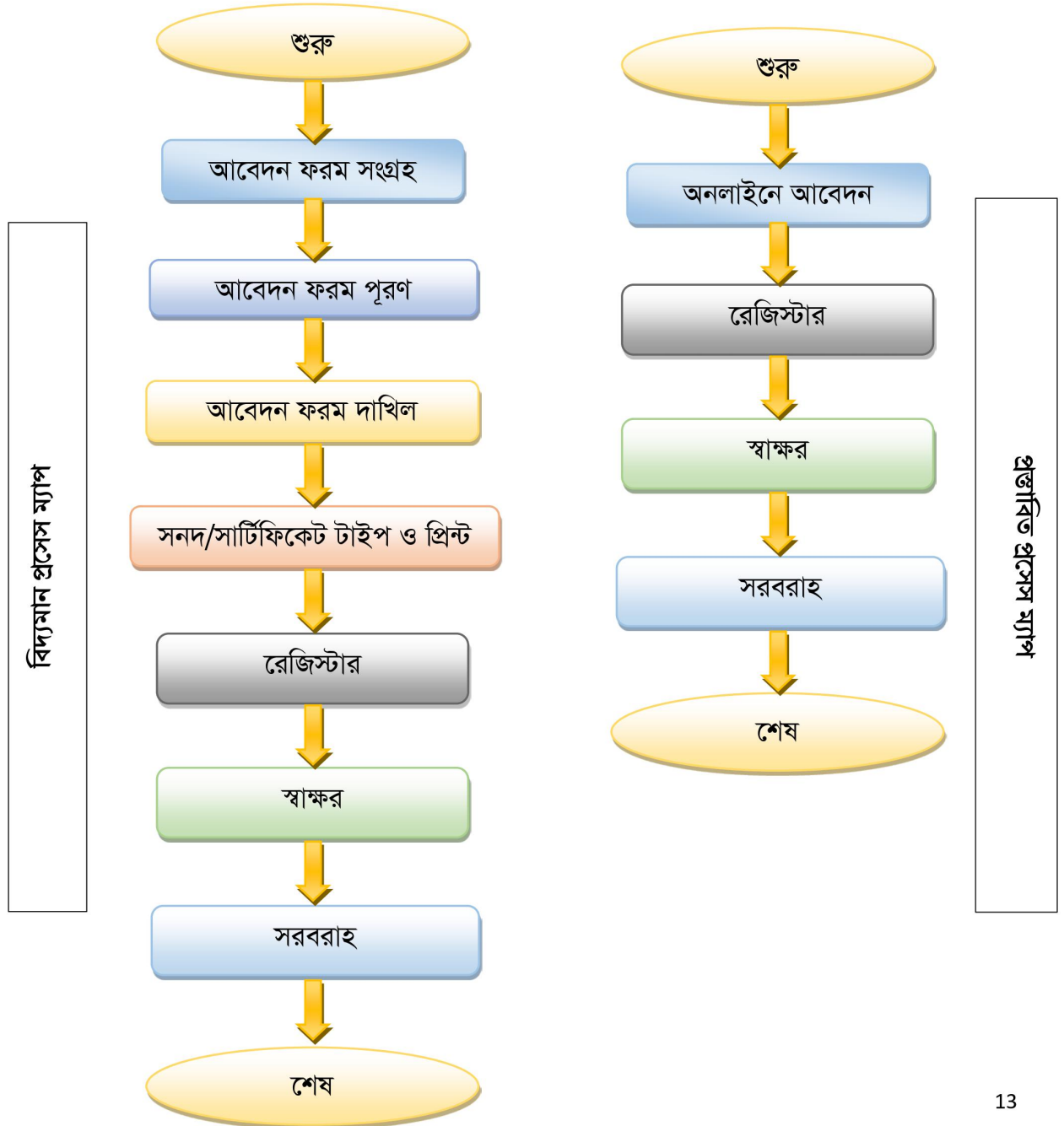
৮। সেবার ধরণ

৯। আপনি কিভাবে সেবাটি নিতে আগ্রহী

নিজে উপস্থিত হয়ে - নিজে উপস্থিত হয়ে নিতে চাইলে সেবাগ্রহীতার মোবাইলে ভয়েস এস,এম,এস চলে যাবে।

ইমেইলের মাধ্যমে - ইমেইল নং উল্লেখ করে দিবে এবং কাজ শেষ হবার পর ইমেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হোম ডেলিভারিতে - ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ ন্যূনতম একটা ফি এর মাধ্যমে সেবাটি সেবাগ্রহীতার বাড়ীতে পৌছে দিবে।



প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

উপকারভোগীর সামাজিক অবস্থা এবং সংখ্যা: তুনমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষ এবং ৬০ হাজার +

ক্ষেত্র	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সময়	২-৭ দিন	১-২ ঘন্টা / ১ দিন
খরচ (নাগরিক)	২০০-৩০০ টাকা(যাতায়াত খরচসহ)	৫০ টাকা
ভিজিট	২-৩ বার	বাড়ি বসে/ ১ দিন
ধাপ	৭টি	৩ টি
সেবাপ্রাপ্তির স্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	বাড়ি বসে /ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে

পাইলটের স্থান

হরিশংকরপুর ইউনিয়ন পরিষদ ও পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
মোঃ জিয়াউর রহমান সহকারী প্রোগ্রামার
মোঃ শাহিন সিরাজ উদ্যোক্তা
মোঃ মাহমুদুল হাসান কম্পিউটার অপারেটর
সঞ্জিত বিশ্বাস উদ্যোক্তা

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়েব বেইজ পার্সোনাল ডেটাশীট(পিডিএস) প্রস্তুতকরণ

পটভূমি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হালনাগাদ কোন তথ্য লিপি বদ্ধ নেই। চলতি অর্থ বছরে কয়জন কর্মকর্তা কোন কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এর কোন হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করার সহজ কোন উপায় নাই, ফলে একই কর্মকর্তা বারবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় আবার অনেক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় না। বিগত অর্থ বছর গুলোতে কোন কোন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এর তথ্য প্রকাশ করার কোন সহজ উপায় নাই, ফলে একই কর্মকর্তা বারবার একই প্রশিক্ষণে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকে। একজন এমপ্লয়ির পার্সোনাল ডিটেইলস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদোন্নতি হিস্টোরি, বদলী/পদায়নের হিস্টোরি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা, দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের তথ্য, দেশী/বিদেশ ভ্রমণের তথ্য, বিভিন্ন অর্জন, ছুটি, সম্পদের হিসাব হালনাগাদ কোন তথ্য প্রধান কার্যালয়ে নেই।

সমাধান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- একটি ওয়েব বেইজ SAS মডেলের এপ্লিক্যাশনে হবে যেখানে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা/উপজেলা ওয়ারি হালনাগাদ ব্যবহারের সুযোগ থাকবে;
- এপ্লিকেশনে বিভিন্ন ধরনের ইউজার থাকবে টপ টু বটম একজন কর্মকর্তা তার পার্সোনাল ডাটা আপলোড করতে পারবেন। কিন্তু আপলোডকৃত ডাটা কন্ট্রোল অথরিটি দ্বারা চূড়ান্ত করণের ব্যবস্থা থাকবে;
- এপ্লিক্যাশনে একজন কর্মকর্তা সারা জীবনের সকল তথ্য স্টোর করতে পারবেন। যেমনঃ পার্সোনাল ডিটেইলস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদোন্নতি হিস্টোরি, বদলী/পদায়নের হিস্টোরি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা, ছুটি, দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের তথ্য, দেশী/বিদেশ ভ্রমণের তথ্য বিভিন্ন অর্জন, সম্পদের হিসাব ইত্যাদি।
- ইনিশিয়াল ডাটা আপলোডের জন্য এক্সেল, ওয়ার্ড ফাইল থেকে ডাটা আপলোডের ব্যবস্থা থাকবে। যাতে সহজেই ডাটা আপলোড করা যায়।
- একটা পার্সোনাল আইডির মাধ্যমে সকল ডাটা আপলোড/স্টোর করা হবে।
- এপ্লিক্যাশনে যেহেতু অনেক বেশী ডাটা থাকবে সেহেতু ডাটা স্টোর এর জন্য NoSQL ডাটাবেজ ব্যবহার করা হবে।
- সকল তথ্য বাংলা ও ইংরেজিতে রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

পাইলটের স্থান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/ উপজেলা কার্যালয় সমূহ।

ফলাফল

- স্বল্প সময়ের মধ্যে যে কোন প্রশিক্ষণের জন্য সঠিক কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন করা সম্ভব হবে;
- প্রশিক্ষণার্থীর ডুপ্লিকেশনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না;
- উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন/ধারণা সম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থী বাছাই সহজ হবে ;
- বিদেশ ভ্রমণ বা প্রশিক্ষণ শেষে নিজের তথ্য নিজেই খুব সহজেই আপলোড করতে পারবে (কন্ট্রোল অথরিটি চূড়ান্ত করবেন);
- বিভিন্ন ছুটির তথ্য আপলোড করা থাকবে, ফলে প্রধান কার্যালয়ের ছুটি মঞ্জুর সহজ হবে;
- বদলী, পদায়ন ও পদোন্নতির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ অনেক সহজ হবে;
- ভবিষ্যতে তথ্য দিয়ে যে কোন ধরনের এনালাইসিস করা যাবে;

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
হাবিবুল্লাহ সহকারী প্রোগ্রামার
শরিফুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার

৬. Connect DoICT Mobile App

পটভূমি

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দিনে দিনে আইসিটি অধিদপ্তরের কলরব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধিদপ্তরে কার্যক্রম কে আরো গতিশীল করার লক্ষে এবং জনগণের দোড়ায় বিভিন্ন নতুন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনোভেশন ফান্ড এর আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম এর আওতায় আনার জন্য **Connect DoICT Mobile App** তৈরির ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর হতে এর কলরব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে। আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মাঝে সেবা প্রদান করে আসছে।

সমাধান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Unified Communication:

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এখন পর্যন্ত কোন ইউনিফাইয়েড চ্যানেল নেই। উদাহরণ- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ফোন, ইমেইল, ব্ল্যাড গ্রুপ, জুরুরি নাম্বার ইত্যাদি জানার জন্য এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইট অথবা ম্যানুয়াল তথ্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়।

এখন পর্যন্ত জুরুরি কোন সভা অথবা মেসেজ দেওয়ার জন্য আমাদের কে ম্যানুয়াল পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়। এর কারণে সময় এবং সঠিক পার্সনের সাথে যোগাযোগ করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য অনেক হিউম্যান রিসোর্স কে ইনভলভড করতে হয়।

বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কে অবহিতকরণঃ

আইসিটি অধিদপ্তরের প্রায়ই ছোট ছোট দ্রব্যাদি নষ্ট কিংবা রিপিরারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ সমস্যাসমূহ অবলোকন করে থাকে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। অনেকেই সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক চ্যানেলে দাখিল করতে সমস্যায় পড়েন।

উদাহরণঃ কোন বাথরুমের ফ্ল্যাশ নষ্ট হয়ে গেলে, সাথে সাথে এই স্মার্ট অ্যাপ এর মাধ্যমে ছবি তুলে অধিদপ্তরের সার্ভিস সেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সাথে পাঠাতে পারব এবং উক্ত সেকশনের কর্মকর্তাকে ট্যাগ করতে পারব।

টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিতকরণ এবং ম্যাসেজ ব্যবস্থাপনাঃ

আইসিটি অধিদপ্তরের বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী/কর্মকর্তা কর্মরত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবদির সময় বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ কে ভিন্ন ভিন্ন ম্যাসেজ পাঠাতে হয়। বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ কে চিহ্নিতকরণ এবং একই ম্যাসেজ সবাইকে পাঠাতে সমস্যা হয়।

ক্লায়েন্ট বা স্টেকহোল্ডারদের তথ্য ভান্ডারঃ

অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন সাপ্লাইয়ার, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি হতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সেবা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি আইসিটি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সেকশন অথবা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে থাকে। উক্ত সেকশনের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলি হয়ে গেলে জুরুরি নাথারসমূহ পেতে বেশিরভাগ সময়ই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

লোকেশন বেইজড সার্ভিস প্রদানঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে বর্তমানে প্রায় ০৯টি গাড়ী সহ বেশকিছু মটরবাইক চলমান। অনেক সময় নিরাপত্তাসহ এসব যানবাহন কে ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় আনা প্রয়োজন। জিপিএস ডিভাইস এর মাধ্যমে লোকেশন বেইজড সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল ভেইকেলসহ অন্যান্য রিসোর্স কে রিয়েল টাইম লোকেশন করা সম্ভব।

বর্তমানে অধিদপ্তরের প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী স্মার্ট ফোন ব্যবহার করছে। অধিদপ্তরসহ প্রায় সকল জায়গায় এখন ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অথবা মোবাইল নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। অফিসসহ বাসাবাড়িতে বসে এই স্মার্ট অ্যাপের মাধ্যমে উপরিক্ত সেবাসমূহ নিতে পারবেন। বর্তমানে ওয়েবসাইটের তুলনায় দিনেদিনে মোবাইল অ্যাপের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্মার্ট ডিওআইসিটি অ্যাপের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে এর সমাধান এবং কাস্টমার মতামতের ব্যবস্থা রাখা হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল (ICV)

উপকরাভোগী এবং সংখ্যা: আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এর অ্যাপস এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ এবং মতামত প্রদান করতে পারবে। এই অ্যাপস এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

টিসিভি:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সময়	২-৫ দিন	১-২ ঘন্টা /১ দিন
খরচ (নাগরিক)	১০০-২০০ টাকা(যাতায়াত খরচসহ)	২০ টাকা
ভিজিট	২-৩ বার	যে কোন জায়গায় বসে
ধাপ	৫টি	৩ টি
সেবাপ্রাপ্তির স্থান	নির্দিষ্ট ডেস্ক	পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বসে এই সেবা প্রদান এবং গ্রহণ করা যাবে।

পাইলটের স্থান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
মোঃ শরীফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আগারগাও, ঢাকা

৭. কঁচাবাজার মোবাইল এপ্লিকেশন

পটভূমি

উৎপাদিত কৃষিপন্য বিপন্ন কৃষকের একটি প্রধান সমস্যা। বাজারের প্রকৃত চাহিদা সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা ছাড়াই কৃষক চাষে নেমে যায় এবং কৃষিপন্য উৎপাদন করে। যার ফলে অধিকাংশ সময়ে উৎপাদনের পরে কৃষক স্বল্পমূল্যে কোন মধ্যস্থতভোগীর নিকট উৎপাদিত পন্য দ্রুত বিক্রি করে উৎপাদন ব্যয় তুলে চিন্তামুক্ত হয়।

অন্যদিকে ভোক্তাকে নিয়মিত প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক মূল্যে পন্য ক্রয় করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

সমাধান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

একটি মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভোক্তাগণ তাদের নিকটস্থ কৃষিপন্য উৎপাদনকারীকে খুঁজে পাবেন এবং সিস্টেমের মাধ্যমেই ভোক্তা তার প্রয়োজনীয় কৃষিপন্যের মূল্য যাচাইপূর্বক কৃষক (উৎপাদনকারী) নির্বাচন করতে পারবেন। এখানে ভোক্তা সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছরের প্রয়োজনীয় কৃষিপন্যের চাহিদা প্রদান করে রাখতে পারবেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষক আগে থেকেই বুঝতে পারবেন যে তার কি পরিমাণ উৎপাদন করা প্রয়োজন।

কৃষক ও ভোক্তা পন্যের মূল্য ও মান সম্পর্কে সহমত হলে ভোক্তা একটি কার্ডের মাধ্যমে এডমিনের একাউন্টে ক্রেডিট ডিপোজিট রাখবেন। যে পরিমাণ পন্যের চাহিদা প্রদান করা হবে তার উৎপাদন মূল্যের সমপরিমাণ ক্রেডিট ভোক্তাকে জমা রাখতে হবে। উল্লেখ্য মেসেঞ্জার/কমেন্ট এর মাধ্যমে ভোক্তা ও কৃষকের কথোপকথন রেকর্ড করা হবে যাতে উভয়পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

চাহিদাকৃত পন্য কৃষক নিজ দ্বায়িত্বে ভোক্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের প্রচলিত পদ্ধতি

- বাজার সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে চাষ প্রস্তুতি।
- পন্যের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চাষ শুরু।
- উৎপাদিত ফসল খুচরা/পাইকারি বিক্রির জন্য বাজারে গমন।
- প্রাথমিকভাবে অবিক্রিত ফসল সংরক্ষণ।
- স্বল্পমূল্যে বিক্রয়।

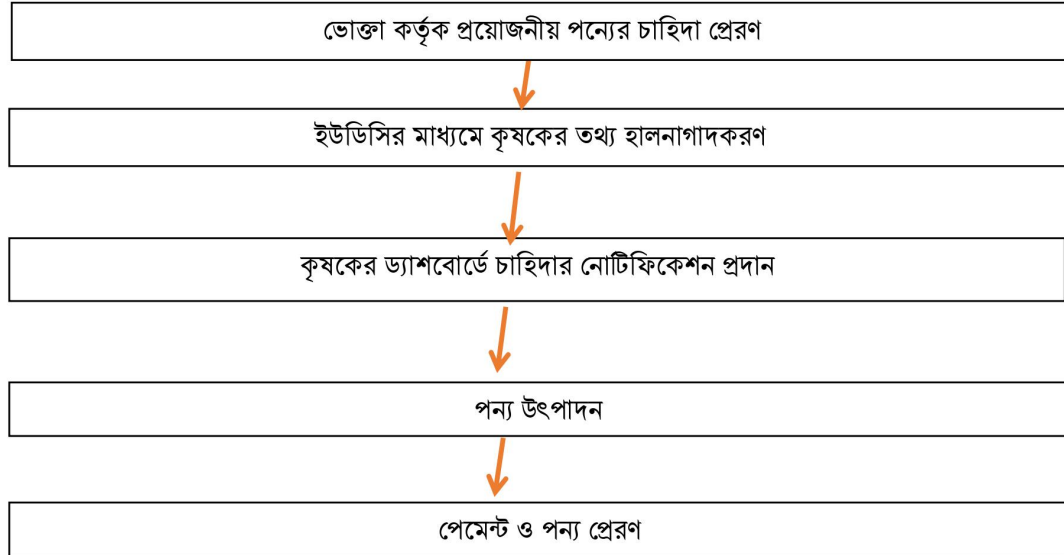
প্রস্তাবিত পদ্ধতি

- মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকের নিকট পন্যের চাহিদা প্রেরণ।
- পন্যের চাহিদা অনুযায়ী কৃষকের চাষ প্রস্তুতি এবং চাষ সম্পন্নকরণ।
- উৎপাদিত পন্য ভোক্তার নিকট প্রেরণ।

টিসিভি

- কৃষক জমির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে এবং উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ের সময় কমবে।
- বারবার বাজারে গমনের যাতায়াত খরচ এবং মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কমবে।
- বাজারে গমনের প্রয়োজন হবেনা তাই ভিজিট প্রয়োজন নেই।
- মানসম্মত কৃষিপন্য ভোক্তার নিকট প্রেরণ করা সম্ভব।

সেবা প্রদানের ধাপ



চ্যালেঞ্জসমূহ

- কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা
- মধ্যস্বত্বভোগীদের এই প্রকল্প সম্পর্কে অপপ্রচার।
- নির্ধারিত বাজারদের নিয়ন্ত্রনের অভাব

দীর্ঘমেয়াদে টেকসইকরনের জন্য সুপারিশ

- কৃষকদের মানসিকতার পরিবর্তন
- স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহন
- প্রচার

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও পদবী
চৌধুরী মোহাম্মদ শওকত হোসাইন সহকারী প্রোগ্রামার
সাবিনা ইয়াসমিন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
মোঃ শামীম হোসেন উদ্যোক্তা
মোঃ ওমর হাওলাদার কৃষক প্রতিনিধি

